বৃক্ষের তলায় স্থান অতি পরিষ্কার।
পল্লবের স্নিগ্ধছায়া মৃত্তিকা উপর।।
কয়টি 'দোহার' ছিল গাছের তলায়।
পাগলের ধ্বনি শুনি আসিল তথায়।।
দেখিয়া পাগল বড় হরিষ অন্তর।
ঘর হ'তে আসিলেন তাদের গোচর।।
'জয়হরি বলরে গৌর হরিবল।'
নামে মহাধ্বনি করি উঠিল পাগল।
মেলা দেখা লোক যত পূর্ব্বমুখে ধায়।
পাগলে দেখিতে সবে সেই বাড়ী যায়।।
গোলোক মাঝির দুই পুত্র আর নারী।
পাগলে ঘিরিয়া তারা বলে হরি হরি।।'
পাগল মাঝিরে ধরি বলে মিতে মিতে।
বল বল হরিনাম অমৃত শুনিতে।।'
মাঝি বলে 'জেলেরে কেনবা বল মিতা।
তুমি হর্ত্তাকর্ত্তা হও সকলের পিতা।।
আমি মম নারী মেয়ে ছেলে গরু ঘর।
তুমি এর কর্ত্তা এরা সকল তোমার।।
এই মম পুত্রকন্যা এই মম নারী।
দিয়াছি তোমাকে সব সমর্পণ করি।।
এক কন্যা বালিকা, এ দু'টি দুগ্ধপোষ্য।
তুমি সকলের গুরু এরা সব শিষ্য।।'
মা নাই সংসারভুক্তা আছেন শাশুড়ী।
সন্তানের স্নেহে থাকে গোলোকের বাড়ী।।
পাগলে ধরিয়া পাগলে পায় পড়ি।
ধুলায় লুণ্ঠিতা হয়ে যায় গড়াগড়ি।।
যারে পায় তারে ধরি করে গড়াগড়ি।
এইমত পাগলামি করে দণ্ডচারি।।
লম্ফ দিয়া পড়ে গিয়া ভিটার উপর।
লতাপাতা ছিঁড়ে স্থান করে পরিষ্কার।।
তাহা দেখি দলে যত দোহারেরা ছিল।
সকলে ভিটার গাছ উঠাতে লাগিল।।
পাগল কহিছে তোরা হরি বলে নাচ।
আমি একা উঠাইব এ কয়টি গাছ।।
মুহূর্ত্তেকে পরিষ্কার করিলেন ভিটা।
মেয়েদেরে বলিলেন 'আন জল ঝাটা।।
যাহাকে বলেন যাহা সেই করে তাই।
লেপন করিল ভিটা মেয়েরা সবাই।।
যারে পায় তারে ধ'রে আনিল সত্বরে।
লোক বসাইয়া দিল ভিটার উপরে।।
সকলে মিলিয়া বলে 'বল হরি বল।
তার মধ্যে ফিরে ঘুরে নেচেছে পাগল।।
ভ্রমিতেছে প্রেমে মেতে না হয় সান্ত্বনা।
এমন সময় পেটে উঠিল বেদনা।।
সবাই অস্থির চিত্ত দিবা অবশেষ।
রাত্রিকালে কহে মোর বেদনা বিশেষ।।'
এদিকে পড়িল ডাক কবির খোলায়।
পাগল বলেন 'গান করগে ত্বরায়।।'
গান গায় সবে মিলে মেলার বাজারে।
এক এক জন থাকে পাগল গোচরে।।
গানভঙ্গ পরে সব যাইয়া বাসায়।
অবস্থা দেখিয়া সবে কাঁদিয়া ভাসায়।।
হেনকালে হুঙ্কারিয়া পাগল দাঁড়ায়।
গোবিন্দ মাঝির বাড়ী দৌড়াইয়া যায়।।
তিনখানা গামছা করিয়া একত্তর।
গামছা রাখিল এক থালার উপর।।
আটিয়া ধরেছে পেট কয়টি দোহারে।
গামছা ধরিয়া রাখে পেটের উপরে।।
থালা এক পার্শ্বে রাখে পেটের বাহির।
বলে অঙ্গ বেদনায় হয়েছে অস্থির।।
তারকেরে কহে থালে জল ঢালিবারে।
'দেখি তায় ব্যথা মোর শীতল নি করে।।'
তখন তারকচন্দ্র বলে 'হরিবল'।
থালার উপরে ঢালে চারি ঘটি জল।।